দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 16 JUL 2017
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ১

এসডিজি অর্জনে সম্পদের ৮৫ ভাগ নিজস্ব উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হবে

■ আলাউদ্দিন চৌধুরী

সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে ২০১৭ থেকে ২০৩০ সময়কালে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৮১ লাখ ৩০ হাজার ৯৬১ কোটি টাকা বা ৭৯ হাজার ৬০৯ কোটি ডলার ব্যয় করতে হবে। বৈদেশিক উৎস থেকে পেতে হবে ১৩ লাখ ৪০ হাজার ৪০৪ কোটি টাকা বা ১৩ হাজার ২৩৯ কোটি ডলার। অর্থাৎ সম্পদের ৮৫.১১ ভাগ যোগান দিতে হবে নিজস্ব অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। অর্থায়নের ক্ষেত্রে সরকারি খাতের চেয়ে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। এজন্য বছরে গড়ে ৬ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বা এফডিআই আসতে হবে বাংলাদেশে যা বর্তমানে আসছে মাত্র ২ বিলিয়ন ডলার।

'বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এসডিজির অর্থায়ন কাঠামো' শীর্ষক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের সাধারন অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) এটি তৈরী করেছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, এসডিজি বাস্তবায়নে প্রতিবছর গড়ে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে যোগান দিতে হবে ৫ লাখ ৮০ হাজার ৭৬৯ কোটি টাকা বা ৫ হাজার ৬৮৬ কোটি ডলার। বৈদেশিক সহায়তা থেকে পেতে হবে বছরে গড়ে ৯৫ হাজার ৭৪৩ কোটি টাকা বা ৯৪৬ কোটি ডলার। বাংলাদেশের মোট দেশজ আয় (জিডিপি) যে হারে বাড়ছে সেটি যদি বজায় থাকে সে ক্ষেত্রে এসডিজি অর্জনে প্রায় ২০ ভাগ অর্থ বাড়তি জোগাড় করতে হবে। বর্তমানে আমাদের জিডিপির আকার স্থির মূল্যে ৯ লাখ ৪৭ হাজার ৫৪২ কোটি টাকা। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, শুরুর দিকে এত বড় ব্যয় করতে হবে না। তবে ক্রমান্বয়ে অর্থব্যয়ের পরিমান বাড়াতে হবে।

আগামীকাল ১৭ জুলাই জাতিসংঘের এসডিজি বিষয়ক একটি অধিবেশনে বাংলাদেশের এসডিজির অগ্রগতির প্রতিবেদন ও অর্থায়ন কৌশল উপস্থাপন করা হবে। অধিবেশনে অংশ নিতে ইতোমধ্যে পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের সরকারি প্রতিনিধি দল ওয়াশিংটনে সফর করছেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে জিইডি-সদস্য ড. শামসুল আলম ইত্তেফাককে বলেন, বিশ্বের ৪৪টি দেশ এসডিজির ৭টি অভীষ্ট নিয়ে তাদের রিপোর্ট এবারের সেশনে উপস্থাপন করবেন। বাংলাদেশ এসডিজি নিয়ে অনেক এগিয়েছে। সম্পদের বিষয় এবং অগ্রগতির সূচকগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। এখন যেটি করা হচ্ছে সেটি হলো কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ। পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে সেভাবে সাজানো হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এসডিজি বাস্তবায়নে অর্থের কতটা ঘাটতি হতে পারে সে বিষয়ে প্রতিবেদনে একটি ধারণা দেওয়া হয়েছে।

এতে উল্লেখ করা হয়েছে, সরকারি ভাবে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় যে ব্যয়ের লক্ষ্য ধরা হয়েছে সেটি অব্যাহত থাকলেও ৯২৮ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলার বেশি ব্যয় করতে হবে এই ১৩ বছরে।

এদে উল্লেখ করা হয়েছে, এসডিজির একটি লক্ষ্য আরেকটি লক্ষ্যের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জাড়িত। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নে অর্থ ব্যয় করলে হবে না, সমন্বিতভাবে অর্থ ব্যয়ের উদ্যোগ থাকতে হবে। তবে এর সাথে 'ওভারল্যাপিং' হওয়ার বিষয়টিও দেখতে হবে। বেশিরভাগ লক্ষ্য অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর সাথে জড়িত'। ২০৩০ সালের মধ্যে এই অগ্রগতি অর্জনের জন্য প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশে ধরে রাখতে হবে। যা ২০৩০ সাল নাগাদ ৯ শতাংশের ঘরে উন্নীত করতে হবে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশনস নেটওয়ার্ক সম্প্রতি ২০১৭ সালের অগ্রগতি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, এসডিজি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৭টি দেশের মধ্যে ১২০তম। এসডিজি সূচকে বাংলাদেশের সার্বিক স্কোর একশর মধ্যে ৫৬ দশমিক ২। পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার গড় স্কোর ৬৩ দশমিক ৩ এর চেয়ে কম।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদশে। চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূলসহ স্বাস্থ্য, শিক্ষা খাতে প্রসংশনীয় অর্জন করেছে। শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো, স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে প্রতিবেশি দেশগুলো হতেও ভালো অর্জন করেছে। ২০১৫ সালের এমডিজি মেয়াদ শেষ হবার পর শুরু হয়েছে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি। এর মূল লক্ষ্য হলো এমডিজির লক্ষ্য গুলোকে টেকসই করা। এমডিজির লক্ষ্যগুলো ছিলো সংখ্যাগত অর্জন। অন্যদিকে এসডিজির লক্ষ্যগুলো হলো এই অর্জনগুলো টেকসই করা। এসডিজির ১৭টি উন্নয়ন অভীষ্টের জন্য ১৬৯টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনে সর্বমোট ২৪১টি নির্দেশক বা ইন্ডিকেটর রয়েছে। এসডিজির ১৭টি অভীষ্ট হলো, ১. সব ধরনের দারিদ্র্য নির্মূল করা, ২. ক্ষুধা মুক্তি, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টির লক্ষ্য অর্জন ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা চালু, ৩. স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন নিশ্চিত করা ও সব বয়সের সবার কল্যাণে কাজ করা, ৪. অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতা-ভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা, ৫. লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং নারীর ক্ষমতায়ন, ৬. সবার জন্য নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সহজ ও টেকসই করা, ৭. সবার জন্য সহজলভ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানী সুবিধা নিশ্চিত করা, ৮. সবার জন্য দীর্ঘমেয়াদী, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল ও উপযুক্ত কাজের সুবিধা নিশ্চিত করা, ৯. দীর্ঘস্থায়ী অবকাঠামো তৈরি করা, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়ন এবং উদ্ভাবন উৎসাহিত করা, ১০. দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় বৈষম্য হ্রাস করা, ১১. নগর ও মানব বসতিগুলোকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করে তোলা, ১২. সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার, টেকসই ভোগ ও উৎপাদন রীতি নিশ্চিত করা, ১৩. জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা, ১৪. টেকসই উন্নয়নের জন্য মহাসাগর, সাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও সেগুলোর টেকসই ব্যবহার করা, ১৫. ভূমির টেকসই ব্যবহার, ইকোসিস্টেমের সুরক্ষা, টেকসইভাবে বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ রোধ, ভূমিক্ষয় রোধ ও বন্ধ করা এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি রোধ করা, ১৬. শান্তি, সবার জন্য ন্যায় বিচারের সুযোগ প্রদান, এবং সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, ১৭. টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব জোরদার করা।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং